দৈনিক খবর 97

তারিখ 03 DEC 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে আবার সংঘর্ষ

আরিফ স্মরণে শোক মিছিল

।স্টাফ রিপোর্টার।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত আরিফ আহমেদের স্মরণে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল শনিবার শোক মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে গতকালও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষকালে উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলী ও বোমাবাজি হয়েছে।

বাইশটি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে নিহত আরিফ আহমেদের স্মরণে তিনদিনব্যাপী শোক দিবসের কর্মসূচী গোষণা করলেও গতকাল বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে তারা শোক-মিছিল ও শোক সমাবেশের কর্মসূচী পালন করেছে। ক্যাম্পাসে সংঘটিত সাম্প্রতিক সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের নামের তালিকা প্রকাশ প্রশ্নে মতবিরোধ থেকে তাদের পক্ষে আপাততঃ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী পালন সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। তবে শিক্ষাঙ্গনে সকল প্রকার সন্ত্রাস প্রশ্নে সংগঠনগুলোর সমঝোতা এখনও রয়েছে এবং পরবর্তী কোন সময়ে বৈঠকে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে তারা উদ্যোগ নেবেন বলে জানা গেছে।

ছাত্রলীগ

আরিফ আহমেদকে হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (হা-অ) গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি

আরিফ স্মরণে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গোলাম মোস্তফা সুজন ও সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান আনসারী।

সভায় আরিফ হত্যার জন্য 'ছাত্রলীগ (না-শ) আশ্রিত সন্ত্রাসীদের দায়ী' করে অবিলম্বে হত্যাকারীদের শাস্তির দাবী জানিয়ে বলা হয়, আমরা আরিফের হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেও ছাত্রলীগ (না-শ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের কারণে তা সম্ভব হয়নি।

পনের সংগঠন

পনেরটি ছাত্র সংগঠন নিহত আরিফ স্মরণে সকালে মধুর কেন্টিন থেকে এক শোক মিছিল বের করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (না-শ) সহ পনেরটি সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান রিপন, নাজমুল হক প্রধান ও ফয়জুল হাকিম। সমাবেশে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবী জানিয়ে বলা হয়, আরিফ হত্যাকান্ডের জন্য ছাত্রলীগের (হা-অ) কিছু কর্মী দায়ী।

ছাত্র ইউনিয়ন

ছাত্র ইউনিয়ন আরিফের হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবীতে গতকাল বিকেলে এক শোক র‍্যালী ও শোক সমাবেশের আয়োজন করে। টিএসসি থেকে শুরু হয়ে সংগঠনের এক শোক মিছিল প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসু'র এ জি এস নাসির-উদ-দুজা ও সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ডাকসু সদস্য মোহাম্মদ ইয়াছিন। সকালে সংগঠনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় ছাত্রলীগ

আরিফ হত্যার প্রতিবাদে জাতীয় ছাত্রলীগ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে মধুর কেন্টিনের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু ও ডাকসুর পরিবহণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান চান।

কুলখানি

সন্ত্রাসকারীদের গুলীতে নিহত সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র আরিফ আহমেদের কুলখানি আজ রোববার বাদ জোহর হল মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। কুলখানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সকলকে উপস্থিত থেকে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

আবারো গোলাগুলী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল এলাকায় গতকাল শনিবার দুপুরে আবারো গোলাগুলী ও বোমাবাজি হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘ দিনের বিরোধের জের হিসেবে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।

জানা গেছে, গতকাল দুপুর একটায় শহীদুল্লাহ হল থেকে ফজলুল হক হলের দিকে গেলে প্রথমে পর পর দু'টো বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে কয়েক রাউন্ড গুলীবর্ষণেরও শব্দ পাওয়া যায়। শুক্রবার গভীর রাতেও কার্জন হল এলাকায় কয়েক রাউন্ড গুলী বর্ষণের শব্দ পাওয়া যায়।

ফজলুল হক হলের ভিপি হাবিবুল ইসলাম হাবিব ও জি এস হাবিবুন্নবী খান সোহেল এক বিবৃতিতে বলেন, শহীদুল্লা হলে অবস্থানকারী কিছু অস্ত্রধারী গতকাল দুপুরে ফজলুল হক হলে হামলা করলে প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। হামলাকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য বিবৃতিতে দাবী জানান হয়।

এদিকে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র আরিফ নিহত হবার প্রেক্ষিতে হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকরা যে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন সে ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি। তবে উপাচার্যের আপাততঃ দায়িত্ব পালনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাধ্যক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করছেন বলে জানা গেছে।

গত সন্ধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলের গোলাগুলীর বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে সংশ্লিষ্ট হল এলাকায় পুলিশ প্রহরা জোরদার করা, প্রয়োজনে হলের

শোক মিছিল

অভ্যন্তরে তল্লাশি চালানো, বহিরাগতদের গ্রেফতার, সে সকল ছাত্র এখন হলের বাইরে অবস্থান করছে তাদেরকে হলে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানা গেছে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি এবং পঠন-পাঠনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।

সভায় সলিমুল্লাহ হলে গুলীতে নিহত ফিন্যান্স বিভাগের শেষ পর্বের কৃতী ছাত্র আরিফ আহমদের আততায়ীকে অবিলম্বে সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। গত কয়েক দিনের মধ্যে আরিফ হত্যা, একাধিক ছাত্রের ছুরিকাহত হওয়ার ঘটনাবলীসহ যে সকল সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে নামসহ থানায় এজাহার দেয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এই সভায় সরকার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবী জানানো হয়। অপর এক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে নিজ নিজ পরিচয়পত্র সংগে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।